1319 - ডায়াবটেকিস রোগীর রোযা রাখার হুকুম এবং তার জন্য কখন রোযা ভাঙ্গা জায়বে

প্রশ্ন

আমি ১৪ বছর যাবৎ দ্বতিীয় পর্যায়রে ডায়াবটেকিস রোগে ভুগছি। এটি এমন ডায়াবটেকিস যার কারণে ইনসুলনি নয়ো লাগে না। আমি কোন ঔষধ খাই না। কন্তিু খাদ্য নয়িন্ত্রণ করি ও কছিু ব্যায়াম করি; যাতে করে ডায়াবটেকিস এর মাত্রা যথাযথ সীমাতে থাকে। গত রমযান মাসে আমি কছিুদনি রোযা রখেছে। তবে সব রোযা রাখতে পারনি; সুগার মাত্রাতরিক্তি কমে যাওয়ার কারণে। তবে, এখন আমি অনুভব করছি যে, আলহামদু লল্লিাহ্ আমার অবস্থা আগরে চয়েে ভাল। কন্তিু রোযা রাখলে আমার মাথায় ব্যথ্যা হয়।

আমার রোগরে অবস্থা যটোই হোক না কনে আমার উপর রোযা রাখা কি অবধারতি?

রোযা অবস্থায় আমি কি রক্তে সুগাররে পরমিাণ পরীক্ষা করতে পারব (যহেতেু আঙ্গুল থকেে রক্ত নয়ো লাগে)?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

রোগীর জন্য রমযানরে রোযা না-রাখা শরয়িত অনুমোদতি; যদি রোযা রাখলে রোগীর শারীরকি ক্ষতি হয় কংিবা কষ্ট হয় কংিবা রোগীর যদি দনিরে বলোয় ট্যাবলটে ও পানীয় কংিবা সবেন জাতীয় অন্য কোন কোন ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "আর যদি কউে অসুস্থ হয় কংিবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দনিগুলোতে সে সংখ্যা পূরণ করবে।" এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:"নশ্চিয় আল্লাহ্ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করনে যভোবে তনিি তাঁর অবাধ্যতায় লপ্তি হওয়াকে অপছন্দ করনে।" অপর এক বর্ণনায় এসছেে যে, "যভোবে তনিি তাঁর ফরজকৃত আমলগুলো পালন করাকে পছন্দ করনে।"[আলাবানী "ইরওয়াউল গাললি" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদসিটকিে সহহি বলনে]"

পরীক্ষা করার জন্য রগ থকেে যে রক্ত নওেয়া হয় সঠকি মতানুযায়ী এতে করে রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে বশেি রক্ত নওেয়া হলে উত্তম হল রাতে নয়ো। যদি দনিরে বলোয় নতিে হয় সক্ষেত্রেে সতর্কতাপূর্ণ অভমিত হল উক্ত রোযাটরি কাযা পালন করা; যহেতেু রক্ত নয়ো শংিগা লাগানোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।"[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বাযরে ফতোয়া ফাতাওয়া ইসলাময়িযা (খণ্ড-২; পৃষ্ঠা-১৩৯):

"অসুস্থ ব্যক্তরি অবস্থা:

১। রোযা রাখার দ্বারা স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। যেমন- হালকা সর্দি, হালকা মাথা ব্যাথ্যা, দাঁতের ব্যাথ্যা, এ ধরণের অন্যান্য রোগ। এমন রোগীর জন্য রোযা না-রাখা জায়েয হবে না। যদিও কোন কোন আলেম বলেন: "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকে"[সূরা বাক্বারার, ১৮৫ নং আয়াতের ভিত্তিতে তার জন্যেও জায়েয হবে। তবে আমরা বলব: এ বিধানটির একটি হেতু উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হল: রোযা না-রাখাটা তার জন্য সহজতর হওয়া। আর যদি রোযা রাখলে সেটা তার উপর কোন প্রভাব না ফেলে সেক্ষেত্রে তার জন্য রোযা না-রাখাটা জায়েয হবে না। বরং তখন রোযা রাখা তার উপর ওয়াজিব।

২। যদি রোযা রাখা তার উপর কষ্টকর হয়; কিন্তু তার জন্য ক্ষতিকর না হয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রোযা রাখা মাকরুহ; রোযা না-রাখা সুন্নত।

৩। যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়; যেমন যে ব্যক্তি কিডনির রোগে আক্রান্ত কিংবা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত কিংবা এ ধরণের অন্য কোন রোগে আক্রান্ত। এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা হারাম।

"এর মাধ্যমে আমরা কিছু ইজতিহাদকারী ও অনেক রোগীদের ভুল জানতে পারি যাদের রোযা রাখতে কষ্ট হয়; হয়তোবা শারীরিক ক্ষতিও হয় কিন্তু তারা রোযা ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা বলব: উনারা ভুল করছেন; যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র দেয়া বদান্যতাকে গ্রহণ করেনি এবং তাঁর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করেনি এবং নিজেদের ক্ষতি করছেন। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।"[সূরা নিসা, আয়াত: ২৯]

[আশ-শারহুল মুমতি (খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৪)]